১২

সামাজিক চিন্তা ও সমাজবিজ্ঞানে প্রধান অবদান
Major Contributions to Social Thought and Sociological Analysis

সামাজিক চিন্তা ও সমাজবিজ্ঞানে প্রধান অবদানগুলির সাথে যাদের নাম দৃঢ় ভাবে সম্পৃক্ত তাঁরা হলেন অগ্যুস্ত্ কঁৎ, এমিল দুরক্যাঁ, কার্ল মার্কস্ ও ম্যাক্স ভেবার। কঁৎ -এর দৃষ্টবাদ, দুরক্যাঁ -এর আত্মহত্যা, মার্কস্ -এর বিচ্ছিন্নতাবোধ ও ভেবারের ধর্ম ও ধনতন্ত্রের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে সমাজবিজ্ঞানে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

কঁৎ -এর দৃষ্টবাদের মর্মবাণী হচ্ছে বিজ্ঞানের একত্ব। দৃষ্টবাদী সমাজবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে ঘটনার অনুসন্ধান ও তাঁর ভিত্তিতে নিশ্চিত নিয়মকে আবিষ্কার এবং এই নিয়মের ভিত্তিতে তত্ত্ব নির্মাণ। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় দৃষ্টবাদী পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ঘটনার পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও তুলনা।

সমাজবিজ্ঞানে তত্ত্বের প্রকৃতি কি এবং কিভাবে তত্ত্ব ও উপাত্ত মেলাতে হয় তা এমিল দুরক্যাঁ তাঁর 'আত্মহত্যা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে আত্মহত্যা ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও তিনি আত্মহত্যাকে দেখিয়েছেন সামাজিক প্রপঞ্চ হিসেবে এবং আত্মহত্যার হারকে সম্পৃক্ত করেছেন সামাজিক অঙ্গীকরণের সাথে।

জার্মান ভাববাদী চিন্তার উৎস থেকে এসেছে কার্ল মার্কস্ -এর বিচ্ছিন্নতাবোধ ধারণাটি। বিচ্ছিন্নতাবোধ দর্শনজাত ও পরাদার্শনিক হলেও তিনি একে দেখেছেন সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে যেখানে মানুষ বা সমাজ গড়ে তোলে সমষ্টিগত সংগঠন এবং এরই মধ্যে তারা হারিয়ে ফেলে তাদের সত্ত্বাকে।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার দেখিয়েছেন ধনতন্ত্রের বিকাশে ধর্ম কিভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর মতে ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল গভীর ধর্মীয় ও নৈতিক আলোড়নের মধ্য দিয়ে। তিনি দেখিয়েছেন কালভীনবাদের নৈতিক বিশ্বাস ও আচরণ কিভাবে সাহায্য করেছিল ধনতন্ত্রের বিকাশকে।

মূলত: এ সকল বিষয় নিয়েই এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- পাঠ: ১ অগ্যুস্ত্ কঁৎ - দৃষ্টবাদ
- পাঠ: ২ এমিল দুরক্যাঁ - আত্মহত্যা
- পাঠ: ৩ কার্ল মার্কস্ - বিচ্ছিন্নতাবোধ
- পাঠ: ৪ ম্যাক্স ভেবার - ধর্ম ও ধনতন্ত্র

পাঠ-১

অগ্যস্ত্ কঁৎ- দৃষ্টবাদ
Auguste Comte-Positivism

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *অগ্যস্ত্ কঁৎ ও তাঁর দৃষ্টবাদ*

অগ্যস্ত্ কঁৎ Auguste Comte (1798-1857)

অগ্যস্ত্ কঁৎ ১৭৯৮ সালে ফ্রান্সের মন্টপেয়ারে Montpelier এ জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই বলা যায় তিনি জন্মেছিলেন ফরাসী বিপ্লবের পরে এবং বেড়ে উঠেছিলেন শিল্প বিপ্লবের যুগে। দু'টি বিপ্লবই তাঁর জীবনকে স্পর্শ করেছিল প্রচন্ডভাবে। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন প্যারিসের ইকলে পলিটেকনিক Ecole Polytechnique-এ। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি ব্যয় করেছেন প্যারিসে এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন তৎকালীন সামাজিক, বুদ্ধিগত ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে। গণিত শিক্ষাদানে তিনি পেশাগত জীবন শুরু করলেও তাঁর মূল আগ্রহ ছিল মানুষ ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে। দার্শনিক ও সমাজচিন্তাবিদ স্যাঁ সিমঁ Saint Simon দ্বারা তিনি ছিলেন প্রভাবিত। ১৮১৭ সালে তিনি তাঁর সচিব নিযুক্ত হন এবং এক সাথে কাজ করেন। কিন্তু ৭ বছর পর ১৮২৪ সালে তাদের সম্পর্কের ছেদ ঘটে। পরবর্তীতে তিনি দৃষ্টবাদী দর্শনের বিকাশ ঘটান। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল নিয়ম ও প্রগতি। ১৮২০ হতে ১৮২৬ এর মধ্যে কঁৎ তাঁর নতুন বিজ্ঞান নিয়ে প্রথম রচনা ঈশ্বস্তুত করেন। এই নতুন বিজ্ঞানকেই তিনি ১৮৩৮ সালে নাম দেন 'সোসিওলজি' Sociology। ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ এর মধ্যে তিনি ছয়খন্ডের *'Course in Positive Philosophy'* লিখেন এবং এতে অর্থনৈতিক জীবন, আধিপত্যমূলক চিন্তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য , পরিবারকাঠামো, শ্রমবিভাজন , ভাষা এবং ধর্মকে চিহ্নিত করেন আলোচনার মূল বিষয় হিসাবে । তিনি এ সকল বিষয়কে সংগঠিত করেন সামাজিক স্থিতিশীলতা Social Statics এবং সামাজিক গতিশীলতা Social Dynamics প্রত্যয় দু'টির মধ্যে। তিনি গভীর ও সমাধানহীন মানসিক সমস্যার সাথে বিয়োগান্তক প্রেমময় জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৫৭ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল *Course in Positive Philosophy* (1830-1842), ও *Positive Politics* (1875-1877)।

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে দৃষ্টবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার ধারা হিসাবে বিকাশ লাভ করেছিল। বেকন, নিউটন এবং ডারউইনের তত্ত্ব ইউরোপীয় চিন্তার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা দেখিয়েছিলেন কিভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যকে উন্মোচন করা যায়। ক্রমশ: এই চিন্তা প্রবল হচ্ছিল যে, সমাজকে একইভাবে বোঝা সম্ভব। প্রকৃতি এবং

সমাজ একই নিয়মের অন্তর্গত। প্রকৃতিকে পাঠ করার জন্য যে পদ্ধতি তা সমাজকে জানার জন্যও প্রযোজ্য।

দৃষ্টবাদের মূল ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন স্যাঁ সিমঁ Saint Simon। তাঁর মতে অন্যান্য বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা সামাজিক তত্ত্বের জন্য প্রয়োজন। জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্রে দৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দর্শনেরও উচিৎ তা গ্রহণ করা। একমাত্র পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনাই এবং তার যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ দর্শন এবং সামাজিক তত্ত্বের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত।

অগুস্ত্ কঁৎ এই ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট এবং সুসংহতভাবে প্রকাশ করেছিলেন। কঁৎ -এর চিন্তায় দৃষ্টবাদের তিনটি উপাদান রয়েছে– পদ্ধতি হিসাবে দৃষ্টবাদ, বিজ্ঞানের ক্রমোচ্চঃ বিন্যাস ও দৃষ্টবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ ব্যবস্থা এবং ভাবাদর্শ হিসাবে দৃষ্টবাদ।

পদ্ধতি হিসাবে দৃষ্টবাদ

কঁৎ -এর দৃষ্টবাদের মূল মর্মবাণী হচ্ছে বিজ্ঞানের একত্ব Unity of Science। এর অর্থ হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের একই যৌক্তিক এবং পদ্ধতিগত ভিত্তি রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন পরাদর্শন বা অনুমান-নির্ভর ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া। কঁৎ -এর মতে দৃষ্টবাদী সমাজবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে ঘটনার অনুসন্ধান এবং তার ভিত্তিতে নিশ্চিত নিয়মকে আবিষ্কার। প্রাকৃতিক নিয়ম সব ক্ষেত্রে একই রকম। এর কোন তারতম্য নেই। সমাজে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। সমাজ প্রকৃতির মত একই যুক্তিভিত্তিক নিয়মে পরিচালিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের কাজ এই নিয়মের ভিত্তিতে তত্ত্ব নির্মাণ। দৃষ্টবাদী পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞানে অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় একই ভূমিকা পালন করে। এর ভিত্তি হচ্ছে ঘটনার পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং তুলনা।

বিজ্ঞানের ক্রমোচ্চঃ বিন্যাস ও দৃষ্টবাদী সমাজ

কঁৎ -এর মতে বিজ্ঞানের বিবর্তনের একটি সাধারণ নিয়ম রয়েছে– তা অগ্রসর হয় সহজ থেকে জটিলের দিকে। বিজ্ঞানের শুরু গণিত থেকে এবং তার বিবর্তন জোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জীববিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে সমাজবিজ্ঞানে। প্রতিটি পরবর্তী বিজ্ঞান অধিকতর নির্দিষ্ট, কিন্তু কম যথাযথ। কেননা পরবর্তী বিজ্ঞানগুলির বিষয়বস্তু জটিলতর এবং কম পরিমাপযোগ্য।

মানব সমাজও একইভাবে তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ করে– ধর্মতাত্ত্বিক Theological, পরাদর্শনভিত্তিক Metaphysical এবং দৃষ্টবাদী Positive। সমাজের বিবর্তনের সাথে যুক্ত মানুষের বৌদ্ধিক, বস্তুগত এবং নৈতিক উন্নতি। ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে মানুষ মনে করে বিশ্ব পারলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরাদর্শনভিত্তিক স্তরে মানুষ বিশ্বের মধ্যে সাধারণ এবং বিমূর্ত সারবত্তার ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। দৃষ্টবাদী স্তরে মানুষ বিশ্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অবলোকন করতে পারে। এভাবে বিজ্ঞানের নিয়ম এবং সমাজের নিয়ম একীভূত হয়ে যায়।

দৃষ্টবাদী ভাবাদর্শ

অগুস্ত্ কঁৎ দৃষ্টবাদকে ব্যবহার করেছেন বিপ্লবের বিরুদ্ধে। দৃষ্টবাদ বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থাকে যথার্থ মনে করে এবং তাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সমস্ত সমাজ বিকাশমান এবং জ্ঞানের সাহায্যে তার ক্রম: উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। সঙ্গতভাবে বিপ্লব নিস্প্রয়োজন। সমাজের আর কোন আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

If we contemplate the positive spirit in its relation to scientific conception .... we shall find that this philosophy is distinguished from the theologico-metaphysical by its tendency to render relative the ideas which were at first absolute ... In a scientific view this contrast between the relative and the absolute may be regarded as the most decisive manifestation of the antipathy between the modern philosophy and the ancient. All investigation into the nature of beings, and their first and final causes, must always be absolute; whereas the study of the laws of phenomena must be relative, since it supposes a continuous progress of speculation subject to the gradual improvement of observation, without the precise reality being ever fully disclosed; so that the ralative character of scientific conceptions is inseparable from the true idea of natural laws, just as the chimerical inclination for absolute knowledge accompanies every use of theological fictions and metaphysical entities.

-Auguste Comte

সারাংশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে দৃষ্টবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার ধারা হিসাবে বিকাশ লাভ করেছিল যার মূল ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন স্যাঁ সিমঁ Saint Simon। একমাত্র পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনা এবং তার যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ দর্শন এবং সামাজিক তত্ত্বের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত– এ ধারণাকে পরবর্তীতে আরো সুস্পষ্ট ও সুসংহত করেন অগুস্ত্ কঁৎ। কঁৎ -এর দৃষ্টবাদের মূল মর্মবাণী হচ্ছে বিজ্ঞানের একত্ব। কঁৎ -এর মতে দৃষ্টবাদী সমাজবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে ঘটনার অনুসন্ধান এবং তার ভিত্তিতে নিশ্চিত নিয়মকে আবিষ্কার এবং এই নিয়মের ভিত্তিতে তত্ত্ব নির্মাণ। দৃষ্টবাদী পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞানে অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় একই ভূমিকা পালন করে যার ভিত্তি হচ্ছে ঘটনার পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও তুলনা।

বিজ্ঞান ও দৃষ্টবাদী সমাজ অগ্রসর হয় সহজ থেকে জটিলের দিকে বিবর্তনের সাধারণ নিয়মে। মানবসমাজও তেমনি বিকাশ লাভ করে ধর্মতাত্ত্বিক, পরাদর্শনভিত্তিক ও দৃষ্টবাদী পর্যায়ে। আর দৃষ্টবাদী পর্যায়ে মানুষ বিশ্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অবলোকন করতে পারে। ফলে বিজ্ঞানের ও সমাজের নিয়ম হয়ে যায় একীভূত। কোঁত দৃষ্টবাদকে ব্যবহার করেছেন বিপ্লবের বিরুদ্ধে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. দৃষ্টবাদের মূল ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন কে?

ক. ম্যাক্স ভেবার | খ. কার্ল মার্কস্
গ. অগুস্ত্ কঁৎ | ঘ. স্যাঁ সিঁম

২. কোন সময়ে ইউরোপে দৃষ্টবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার ধারা হিসাবে বিকাশ লাভ করেছিল?

ক. সপ্তদশ শতাব্দী | খ. অষ্টাদশ শতাব্দী
গ. ঊনবিংশ শতাব্দী | ঘ. বিংশ শতাব্দী

৩. দৃষ্টবাদী পদ্ধতির ভিত্তি কোনটি?

ক. ঘটনার পর্যবেক্ষণ | খ. ঘটনার পরীক্ষণ
গ. ঘটনার তুলনা | ঘ. উপরের সবগুলো

৪. মানবসমাজ বিকাশের কোন স্তরে মানুষ বিশ্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অবলোকন করতে পারে?

ক. ধর্মতাত্ত্বিক | খ. পরাদর্শন ভিত্তিক
গ. দৃষ্টবাদী | ঘ. উপরের সবগুলো

৫. অগুস্ত্ কঁৎ দৃষ্টবাদকে ব্যবহার করেছেন নিচের কোন ক্ষেত্রে?

ক. বিপ্লবের পক্ষে | খ. বিপ্লবের বিরুদ্ধে
গ. উভয়ই | ঘ. কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অগ্যুস্ত্ কঁৎ -এর দৃষ্টবাদের মর্মবাণী উল্লেখ করুন।
২. কঁৎ -এর মতানুযায়ী সমাজ বিকাশের পর্যায়গুলো ও তাদের বিষয়বস্তু কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. দৃষ্টবাদ কি? আলোচনা করুন।
২. অগ্যুস্ত্ কঁৎ-এর দৃষ্টবাদকে বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-২

এমিল দুরক্যাঁ – আত্মহত্যা
Emile Durkheim-Suicide

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ এবং তাঁর প্রধান অবদান 'আত্মহত্যা' সম্পর্কে

এমিল দুরক্যাঁ Emile Durkheim (1858-1917)

প্রখ্যাত ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ-কে ক্রিয়াবাদের দিকপাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তিনি সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম জনক। ১৮৫৮ সালের ১৫ই এপ্রিল ফ্রান্সের লোরি প্রদেশের ইপাইল-এর এক ইহুদী পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি শিক্ষালাভ করেন দর্শনশাস্ত্রে ইকল নরমাল সুপেরিয়রে Ecole Normal Superieure। ১৮৪৭ সালে বোর্দো বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। এর ১০ বছর পর তিনি *L'Annlee Sociologique* নামক একটি জার্নাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং একে ফ্রান্সের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জার্নাল হিসাবে গড়ে তোলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এখানে নিয়মিত লিখতেন। ৫৯ বছর বয়সে ১৯১৭ সালের ১৫ই নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সমাজবিজ্ঞানের তথ্যভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁর আত্মহত্যা, আত্মহত্যার হার, বিচ্যুতি, ব্যক্তিবাদ প্রভৃতিতে সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় তারই উদাহরণ। তাঁর প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলো হল *The Division of Labour in Society (1893)*, *The Rules of Sociological Method (1895)*, *Suicide (1897)* ও *The Elementary Forms of the Religious Life (1912)*

ভূমিকা

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ Emile Durkheim (১৮৫৮-১৯১৭) সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম জনক। সমাজবিজ্ঞানের তথ্যভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। তাঁর ধ্রুপদী গ্রন্থ 'আত্মহত্যা'-এর মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানে তত্ত্বের প্রকৃতি কি এবং কিভাবে তত্ত্ব এবং উপাত্ত মেলাতে হয়। সাধারণত: মনে করা হয় আত্মহত্যা একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু

দুরক্যাঁ দেখিয়েছেন আত্মহত্যা একটি সামাজিক প্রপঞ্চ এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অভিনব এবং চমৎকার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

আত্মহত্যা একটি সামাজিক ঘটনা Social Fact। দুরক্যাঁ -এর মতে সামাজিক ঘটনা হচ্ছে এমন সব ঘটনা যা ব্যক্তির উর্ধ্বে থেকে ব্যক্তির উপর চাপ প্রয়োগ করে। আত্মহত্যার এ দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু এই সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে দুরক্যাঁ দেখিয়েছেন আত্মহত্যার জন্য যেসব কারণকে সচরাচর দায়ী করা হয়, যেমন জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, সেগুলো আত্মহত্যার যে উপাত্ত তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অর্থাৎ এই কারণগুলো যথার্থ নয়। আত্মহত্যার কারণ খুঁজতে হবে ভিন্ন পরিসরে।

সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় তিনি আত্মহত্যার শ্রেণীকরণ করেন। তিনি সামাজিক একীভবন Social Integration-এর মাত্রাকে আত্মহত্যার হারের সাথে সম্পর্কিত করেন। এক্ষেত্রে দুরক্যাঁ আত্মহত্যার তিনটি ভিন্ন ধরনের কথা বলেন যা ভিন্ন ধরনের সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। আত্মহত্যার ধরন তিনটি হল–

- ❑ আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা Egoistic Suicide
- ❑ পরার্থমূলক আত্মহত্যা Altruistic Suicide
- ❑ নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা Anomic Suicide

এখানে প্রথম দুই ধরনের আত্মহত্যার ক্ষেত্রে সামাজিক একীভবনের মাত্রা অনুপাতে পরিবর্তিত হয় বলে দুরক্যাঁ উল্লেখ করেন। অর্থাৎ একীভবনের মাত্রা যত কম হবে ততই আত্মহত্যার হার বেশি হবে। আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বন্ধনের দুর্বলতায়। দুরক্যাঁ ক্যাথলিকদের চেয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি বলে দেখিয়েছেন। একইভাবে বিবাহিতদের অপেক্ষা অবিবাহিতদের আত্মহত্যার হার বেশি এবং সন্তান রয়েছে এমন বিবাহিত ব্যক্তিদের তুলনায় সন্তানহীন বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি বলে তিনি দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় ধরনের আত্মহত্যা হল পরার্থমূলক। সামাজিক একীভবন খুব দৃঢ় বা বেশি হলে এ ধরনের আত্মহত্যা বেশি ঘটে। ভাবগত অর্থে ব্যক্তিকে এখানে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি এখানে সামাজিক কারণে আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী বৈমানিকদের আত্মহত্যা ও সামাজিক প্রথা অনুযায়ী কোন সমাজে বিধবা স্ত্রীর স্বামীর সাথে সহমরণ– পরার্থমূলক আত্মহত্যার উদাহরণ।

ডয়েল পল জনসন Doyle Paul Jonson সামাজিক একীভবনের সাথে আত্মহত্যা হারের সম্পর্ককে নিম্নোক্ত ছকে দেখিয়েছেন।

দুরক্যাঁ -এর মতে সর্বশেষ ধরনের আত্মহত্যা হল নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা Anomic Suicide। মূল্যবোধ অস্পষ্ট বা পরস্পর বিরোধী হলে বা মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন ঘটলে ব্যক্তি তার আচরণ কি হবে তা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। সমাজের উত্তেজনা ব্যক্তির মধ্যে প্রসারিত হয়। ব্যক্তি নিজেকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে না। এই অবস্থায় অনেকে আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

সারাংশ

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম জনক এমিল দুরক্যাঁ তাঁর ধ্রুপদী গ্রন্থ 'আত্মহত্যা'-এর মধ্যে দেখিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানে তত্ত্বের প্রকৃতি কি এবং কিভাবে তত্ত্ব এবং উপাত্ত মেলাতে হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে আত্মহত্যা ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও তিনি একে দেখিয়েছেন সামাজিক ঘটনা হিসাবে । তিনি আত্মহত্যার সচরাচর কারণ যেমন জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক- এগুলোকে দেখিয়েছেন ভ্রান্ত হিসাবে ।

দুরক্যাঁ সামাজিক একীভবনের মাত্রাকে আত্মহত্যার হারের সাথে সম্পর্কিত করেন এবং আত্মকেন্দ্রিক, পরার্থমূলক ও নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যার তিনটি ভিন্ন ধরনের কথা বলেন যা প্রতিফলিত করে ভিন্ন ধরনের একীভবনকে। আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বন্ধনের দুর্বলতায়। সামাজিক একীভবন খুব দৃঢ় বা বেশি হলে বৃদ্ধি ঘটে পরার্থমূলক আত্মহত্যার। আর মূল্যবোধের অস্পষ্টতা বা পরস্পর বিরোধিতায় বা দ্রুত পরিবর্তনে ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত আচরণের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ঘটে নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. এমিল দুরক্যাঁ আত্মহত্যা কে নিচের কোন প্রপঞ্চ হিসাবে দেখেছেন ?

ক. ব্যক্তিগত　　খ. সামাজিক

গ. মনোস্তাত্ত্বিক　　ঘ. রাজনৈতিক

২. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বন্ধনের দুর্বলতায় কোন ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পায়?

ক. পরার্থমূলক আত্মহত্যা　　খ. নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা

গ. আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা　　ঘ. সবগুলো

৩. সামাজিক একীভবন খুব দৃঢ় বা বেশি হলে ঘটে–

ক. পরার্থমূলক　　খ. নৈরাজ্যমূলক

গ. আত্মকেন্দ্রিক　　ঘ. ক ও খ উভয়ই

৪. দুরক্যাঁ -এর মতে ক্যাথলিকদের চেয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে আত্মহত্যার হার নিচের কোনটি?

ক. কম　　খ. বেশি

গ. ক ও খ এর মাঝামাঝি ঘ. নেই

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সামাজিক ঘটনা কি ?

২. পরার্থমূলক আত্মহত্যা বলতে কি বোঝেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আত্মহত্যার বিভিন্ন ধরনগুলো কি? আলোচনা করুন।

২. আত্মহত্যার কারণকে সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩

কার্ল মার্কস্– বিচ্ছিন্নতাবোধ

Karl Marx- Alienation

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *কার্ল মার্কস্ ও তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে ধারণা*

কার্ল মার্কস্ Karl Marx (1818-1883)

কার্ল মার্কস্ ১৮১৮ সালের ৫ই মে জার্মানীর ট্রায়ার শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে ১৮৩৬ সালে তিনি বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর পড়াশোনা শেষ করেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বার্লিনে আসার অল্প সময়েই তিনি হেগেলীয় দলে যোগ দেন এবং দর্শন নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। ১৮৪১ সালে অধ্যয়ন শেষে একটি পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন এবং পরবর্তীতে পত্রিকাটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। সরকারের চাপে পত্রিকাটি বন্ধ হলে তিনি হয়ে যান চাকুরীহীন। এ অবস্থায় ১৮৪৩ সালে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং প্যারিসে চলে আসেন। মাত্র ২ বছর তিনি প্যারিসে অবস্থান করেন এবং এ সময়কালে নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ যেমন প্রুধোঁ Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), চিন্তাবিদ বাকুনিন Mikhail Bakunin (1814-1876) ও কবি হাইনরিক হাইনে Heinrich Heine প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাথে পরিচয় ঘটে। ইংল্যান্ডে এসে তাঁর বন্ধুত্ব ঘটে এঙ্গেলস Engels-এর সাথে। উল্লেখ্য এই এঙ্গেলস ছিলেন তাঁর আমৃত্যু বন্ধু এবং সহলেখক। মার্কস্ ১৮৮৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলো হল *Economic and Philosophical Manuscripts (1844)*, *The German Ideology (1846)*, *The Communist Manifesto (1848), The Class Struggle in France (1850), The Eighteenth Brumaire of Napolean Bonaparte (1852), The Grundrisse (1858), A Contribution to a Critique of Political Economy (1859)* এবং *Capital (Vol-One, Two & Three 1867, 1885, 1893)*।

ভূমিকা

ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তায় বিচ্ছিন্নতা বা পারক্য প্রত্যয়টি বেশ পুরানো এবং এমনকি প্রাচীন গ্রীক চিন্তায় এর নজীর পাওয়া যায়। জার্মান দার্শনিক হেগেল Hegel (1770-1831) এর ভাবনায় বিচ্ছিন্নতা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। হেগেল এবং বাম-হেগেলীয় চিন্তা থেকে তুলে এনে মার্কস্ প্রত্যয়টিকে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেন। এটি মার্কস্ -এর প্রথম জীবনের বা 'তরুণ মার্কস্' এর কেন্দ্রীয় ভাবনা যা তিনি বিধৃত করেছিলেন ১৮৪৪ সালে লেখা Economic and Philosophical Manuscripts। এই পাণ্ডুলিপি ১৯৩২ সালের আগে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাণ্ডুলিপিটি মার্কসকে নতুন আলোকে তুলে ধরেছিল এবং কেউ কেউ মনে করেছিলেন 'তরুণ'

মার্কস্ এবং 'প্রবীণ' মার্কস্ -এর এর মধ্যে মৌলিক বিভাজন রয়েছে। কেননা ১৮৪৪ সালের পান্ডুলিপিতে বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রত্যয়, কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালের লেখায় এটির উল্লেখ সামান্যই দেখা যায়। 'তরুণ' এবং 'প্রবীণ' মার্কস্ -এর মধ্যে সত্যিই যে কোন বিভাজন আছে তা হয়তো নয়। মার্কস্ চিন্তার এক জগৎকে ছেড়ে ভিন্ন জগতে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু এই দ্বিতীয় জগতের ভিত্তি প্রথমটির উপর।

বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব

মার্কস্ তাঁর বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব তৈরি করেছেন হেগেল থেকে। দার্শনিক হেগেলের দৃষ্টিতে পরমাত্মার রয়েছে নিজেকে জানার, বিশ্ব-সত্ত্বা হিসাবে সচেতন হওয়ার অন্তর্গত তাড়না। এই তাড়না থেকে পরমাত্মা প্রকৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। ইতিহাসে অনন্ত পরমাত্মার এই প্রকাশ খন্ডিত এবং সীমাবদ্ধ। পরমাত্মা তাঁর এই সীমাবদ্ধ বিষয়গত প্রবেশকে সনাক্ত করতে পারেনা এবং তাকে মনে করে অপরিচিত অপর। এই অবস্থাকে হেগেল বলেছেন আত্ম-বিচ্ছিন্নতা Self-alienation। জানার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে পরমাত্মা যখন সম্পূর্ণ সচেতন হয় তখন এই আত্ম-বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে।

হেগেলের মত মার্কসও দেখেছেন মানব ইতিহাসকে বিচ্ছিন্নতা এবং বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করার ইতিহাস হিসাবে । তবে মার্কস্ -এর জন্য বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর ফলজাত একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়। এভাবে মার্কস্ হেগেলের চিন্তাকে উল্টিয়ে ফেলে তাকে রূপান্ড়রিত করেন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। মার্কস্ -এর মতে বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্ন শ্রমের উৎস শ্রমবিভাজন এবংসম্পত্তি। শ্রমবিভাজন মানুষকে তার স্বত:স্ফুর্ত সাধারণ কর্মকান্ড অনুসরণ করতে দেয়না। তার উপর অনাকাঙ্খিত কাজের দাসত্ব চাপিয়ে দেয়। বেঁচে থাকার জন্য তাকে কাজ করতে হয়। সংস্কৃতির মধ্যেও বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। মানুষ নিজের কল্পনাকে সত্য মনে করে সেই কল্পনার কাছে নিজেকে সমর্পিত করে। এভাবে আদিম মানুষ পাথর, গাছ বা প্রাণীকে আরাধনা করে। বিচ্ছিন্নতা সবচেয়ে তীব্র হয় ধনতান্ত্রিক সমাজে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রমবিভাজন , প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং ভাবাদর্শগত অবস্থা সব মিলে প্রচন্ড বিচ্ছিন্নতার শিকার হয় ধনতান্ত্রিক সমাজের সব মানুষ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণী কাঠামোর ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকের নিজের শ্রমের ফলের উপর কোন কর্তৃত্ব বা অধিকার থাকে না। বরং শ্রমিক ক্রমাগত নি:স্ব হতে থাকে। শ্রমিক শ্রেণী শুধু নানা পণ্য, বিশাল বিত্ত তৈরি করেনা, তারা নিজেরাও পণ্যে পরিণত হয়। পণ্যের স্রষ্টা যারা তারা নিজেরাই অন্য সব পণ্যের সাথে স্থান করে নেয়। তাঁর উৎপাদন হয়ে পড়ে

"…. alien to him and … stands opposed to him as an autonomous power. The life which he has given to the object sets itself against him as an alien and hostile force."

এক. বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকরা উৎপাদনশীল কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য কাজ করে না। তারা কাজ করে বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য মজুরীর বিনিময়ে। উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বরঞ্চ যে উৎপাদন করে সেই পরিণত হয় পণ্যে।

দুই. শ্রমিক উৎপন্ন বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উৎপাদনের উপর শ্রমিকের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না বলে তার উৎপন্ন দ্রব্য তার কাছে অপরিচিত হয়ে যায়। শ্রমিক যতই কাজ করে

ততই বস্তুর জগৎ তার সামনে দেয়াল তৈরি করে এবং ক্রমাগত সেই দেয়াল উঁচু হতে থাকে। বস্তুর জগতের মধ্যে তার নিজের অন্তর্জগৎ ক্রমশ: নি:স্ব হতে থাকে। সে ক্রমশ: নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

তিন. শ্রমিকরা অন্যান্য শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার কারণ তারা নৈর্ব্যক্তিক বাজারের পণ্যে পরিণত হয়। মুদ্রা তাদের মূল্য নির্ধারণ করে। মুদ্রা তাই বিচ্ছিন্নতাকে বাড়িয়ে দেয়।

চার. শ্রমিকরা তাদের প্রজাতির সত্ত্বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। Economic and philosophical Manuscripts -এ মার্কস্ লিখেছেন- "In general, the statement that man is alienated from his species-life means that each man is alienated from others, and that each of the others is likewise alienated from human life."

সাধারণভাবে মানুষ তার প্রজাতি-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই বক্তব্যটি বোঝায় যে প্রত্যেক মানুষ অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অন্যরাও মানব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন।

সারাংশ

কার্ল মার্কস্ -এর বিচ্ছিন্নতাবোধ ধারণাটি এসেছে জার্মান ভাববাদী চিন্তার উৎস হতে। তিনি জার্মান দার্শনিক হেগেল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মার্কসীয় মতে বিচ্ছিন্নতাবোধ দর্শনজাত ও অধিবিদ্যাগত হলেও এটি একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যেখানে মানুষ বা সমাজ সমষ্টিগত সংগঠন গড়ে তোলে এবং এর মধ্যেই তারা তাদের সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলে।

সরল অর্থে বিচ্ছিন্নতা বলতে বোঝায় মানুষ তার কাজ এবং অন্য মানুষ থেকে আলাদা হয়ে যায়। বিচ্ছিন্নতার উৎস দু'টি। প্রথমত: শ্রমবিভাজন , বাজার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দ্বিতীয়ত: সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ। তিনি মনে করতেন এই বিচ্ছিন্নতা সবচেয়ে প্রবল ধনতান্ত্রিক সমাজে। এই সমাজে ক্ষুদ্র একটি বুর্জোয়া শ্রেণী বিশাল শ্রমিক শ্রেণীকে করে সর্বহারা এবং শ্রমজাত দ্রব্যের মালিকানাহীন। মানুষ হিসাবে চিহ্নিত না হয়ে শ্রমিক রূপান্তরিত হয় তার উৎপন্ন পণ্যের ন্যায় পণ্য হিসাবে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. 'বিচ্ছিন্নতাবোধ' ধারণাটির ক্ষেত্রে মার্কস্ কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?

ক. স্যাঁ সিঁম　　খ. অগ্যুস্ত্ কঁৎ

গ. হেগেল　　ঘ. উপরের সবার

২. বিচ্ছিন্নতা সবচেয়ে প্রবল কোন সমাজে?

ক. প্রাক-ধনতান্ত্রিক　　খ. ধনতান্ত্রিক

গ. আদিম　　ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩. হেগেলিয়ান বিচ্ছিন্নতাবোধ হচ্ছে–

ক. দর্শনজাত　　খ. অধিবিদ্যাগত

গ. দর্শনজাত ও অধিবিদ্যাগত　　ঘ. ধর্মতাত্ত্বিক

৪. ধনতান্ত্রিক সমাজে বিচ্ছিন্নতার অবয়ব কয়টি?

ক. ২টি　　খ. ৩টি

গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

৫। কার্ল মার্কস্ -এর 'Economic and Philosophical Manuscripts' গ্রন্থটি কত সালের লেখা?

ক. ১৮৫০　　খ. ১৮৪৪

গ. ১৮৪২　　ঘ. ১৮৪০

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. হেগেলীয় আত্ম-বিচ্ছিন্নতা কি ?

২. মার্কস্ -এর মতে বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্ন শ্রমের উৎস কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিচ্ছিন্নতাবোধ কি? মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করুন।

২. কার্ল মার্কস্ বিচ্ছিন্নতাবোধ বলতে কি বুঝিয়েছেন? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

ম্যাক্স ভেবার ঃ ধর্ম ও ধনতন্ত্র
Max Weber - Religion and Capitalism.

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *ম্যাক্স ভেবার ও তাঁর ধর্ম ও ধনতন্ত্র সম্পর্কিত মতবাদ*

ম্যাক্স ভেবার *Max Weber (1864-1920)*

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল জার্মানীর ইরফুর্টে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু বড় হন বার্লিনে। ১৮ বছর বয়সে তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় Heidelberg Univesity-তে আসেন এবং আইনশাস্ত্র পড়তে শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৮৮৯ সালে আইনশাস্ত্রে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং এখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন। আইন বিষয়ে পড়া-শুনা করলেও তাঁর আগ্রহ পরিবর্তিত হয়ে চলে যায় অর্থনীতি, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে। তাকেও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের একজন জনক বলে মনে করা হয়। তাঁর লেখাকে এখনো সমাজবিজ্ঞানে ব্যাখ্যা ও উদ্দীপনার উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৮৯৭ সালে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং এর পরবর্তী অনেকদিন তিনি সমাজবিজ্ঞান চর্চা থেকে বিরত থাকেন। পরে তিনি আরোগ্য লাভ করে কালজয়ী গবেষণা কার্য সম্পন্ন করেন। তাঁর স্ত্রী ম্যারিয়ন Marianne ছিলেন নারীবাদী। ভেবারের হাইডেলবার্গের বাড়িতে তৎকালীন প্রায় সকল বুদ্ধিজীবীরা একত্রিত হতেন জ্ঞানগর্ভ আলোচনায়। সমাজবিজ্ঞানে তাঁর অবদান প্রচুর। তিনি সামাজিক বিজ্ঞানে দর্শনগত ভিত্তি এবং সমাজবিজ্ঞানে একটি সাধারণ প্রত্যয়গত রূপরেখা প্রদান করেন। ভেবারের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলো হল– *Economy and Society (1922), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1905), General Economic History (1923), The Religion of China (1916), The Religion of India (1916-1917)* ও *Ancient Judaism (1917-1919)*। তিনি ১৯২০ সালের ১৪ই জুন মৃত্যুবরণ করেন।

ভূমিকা

ধনতন্ত্রের বিকাশ নিয়ে এ যাবৎ যত আলোচনা হয়েছে তন্মধ্যে যুগান্তকারী মতবাদ প্রদান করেছেন কার্ল মার্কস্ এবং ম্যাক্স ভেবার। কার্ল মার্কস্ ধনতন্ত্রের সাথে ধর্মকে সম্পৃক্ত না করে ধনতন্ত্রের বিকাশকে ব্যাখ্যা করেন। পক্ষান্তরে, সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার ধনতন্ত্রের বিকাশকে দেখিয়েছেন ধর্মকে সম্পর্কিত করে যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৪ এবং ১৯০৫ সালে 'প্রোটেষ্ট্যান্ট নৈতিকতা ও ধনতন্ত্রের প্রেরণা' নামে দু'টি প্রবন্ধের আকারে। পরবর্তীকালে প্রবন্ধ

দু'টি *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* নামে প্রকাশিত হয়। ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল গভীর ধর্মীয় এবং নৈতিক আলোড়নের মধ্য দিয়ে।

ভেবারের মতে আধুনিক যুগে ইউরোপে ব্যবসায়ের নেতা, মূলধন মালিক, দক্ষ কারিগরদের তত্ত্বাবধায়ক শ্রেণী এবং কারিগরী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী। ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, জার্মানী প্রভৃতি প্রোটেষ্ট্যান্টধর্মী দেশগুলো ধনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। এমনকি ক্যাথলিকধর্মী ফ্রান্সেও ধনতান্ত্রিক প্রচেষ্টার নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যায় প্রোটেষ্ট্যান্টদের মধ্যে। ভেবার দেখলেন প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের নৈতিক বিধানের মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা ধনতন্ত্রের বিকাশকে সহায়তা করেছিল। এ প্রসঙ্গে ভেবারের চিন্তার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর পেনসিলভিনিয়ার বেনজামিন ফ্রাংকলিনের জীবন। তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভিনিয়া ছিল স্বল্প জনসংখ্যা অধ্যুষিত বৃহদাকার ব্যবসায়িক উদ্যমহীন একটি রাজ্য। সেখানে মুদ্রার অভাবে ব্যবসা পণ্য-বিনিময়ের স্তরে নেমে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। ব্যাংক প্রথার বীজ মাত্র অংকুরন হয়েছিল। সেখানে ফ্রাংকলিনের পেশানিষ্ঠতা, মুনাফা অর্জনকে নৈতিক কর্তব্যবোধ মনে করা, পৌর উন্নয়নের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, অন্যদের চাকুরীদানে আনন্দ এবং আত্মশ্লেষ অনুভব প্রভৃতি বিদ্যমান মনোভঙ্গি বিস্ময়কর ছিল। ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিশেষ নৈতিক মনোভঙ্গী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পিছনে কাজ করে। প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের নৈতিক বিধান ধনতন্ত্র বিকাশের অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল। তিনি মূলত: ধর্ম ও ধনতন্ত্রের মধ্যে যে সহমর্মিতা 'Elective Affinity' রয়েছে তাই দেখাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের নৈতিকতাকে ধনতন্ত্রের বিকাশের একমাত্র কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেননি, বরং তিনি শুধু দেখাতে চেয়েছেন ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতি বা তার বস্তুগত ভিত্তি গঠনের পেছনে ধর্মীয় শক্তি বা আন্দোলনের অবদান কতটুকু।

ভেবার প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের চারটি শাখার উল্লেখ করে আদর্শ জাতিরূপ হিসাবে কালভীনবাদকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি কালভীনবাদের নৈতিক বিশ্বাস এবং আচরণ কিভাবে ধনতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করেছিল তা নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। কালভীনবাদের জনক জন কালভীন (১৫০৯-১৫৬৪) তরুণ বয়সে ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করে প্রোটেষ্ট্যান্টবাদে দীক্ষিত হন এবং পরবর্তীতে নিজস্ব মতবাদ প্রচার করতে থাকেন যা কালভীনবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

কালভীনবাদের পাঁচটি মূল উপাদান হল-

- ঈশ্বর নিগূঢ়, অজ্ঞেয়। তিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তা শাসন করেন। তিনি সীমিত মানব মনের ধারণা এবং প্রাপ্তির অনেক উর্ধ্বে।
- এই অসীম ক্ষমতাশালী এবং দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বর মানুষের ভাগ্য জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন। মানুষের স্থান স্বর্গ কিংবা নরক কোথায় হবে তা অপরিবর্তিতভাবে পূর্ব-নির্ধারিত। যিনিই ঈশ্বরের দয়া অর্জন করতে পারবেন, তিনিই স্বর্গবাসী হবেন। কিন্তু এই দয়া অর্জনের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব ভূমিকা নেই।
- মোক্ষলাভের পথে কেউ এবং কোন কিছুই তাকে সাহায্য করতে পারেনা। কেননা মনোনীত ব্যক্তি ঈশ্বরের কাজ একমাত্র নিজের আত্মায় অনুভব করতে পারেন, অন্য কেউ তাঁকে সাহায্য করতে পারেনা।

- ❑ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য।
- ❑ প্রত্যেকেই ঈশ্বরের দয়া অর্জনের আশা করতে পারেন। ফলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরের মহত্বকে সুপ্রকাশ করার জন্য পরিশ্রম এবং পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব স্থাপনে সাহায্য করা। যিনি যে পেশায় নিয়োজিত তার মাধ্যমেই তিনি ঈশ্বরের মহত্ত্বের জন্য কাজ করতে পারেন।

কালভীনবাদের যে মূল বৈশিষ্ট্য ভেবারকে আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে পেশানিষ্ঠতা, যেখানে জাগতিক দায়িত্ব পালনকে মহত্তম নৈতিক কর্মকান্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ভেবারের মতে এই পেশানিষ্ঠতার ধারণা রিফরমেশনের ফসল যা অন্য কোন ধর্মে বা সংস্কৃতিতে দেখতে পাওয়া যায়না।

ভেবারের মতে বিভিন্ন সময়ে ধনতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পশ্চিমের আধুনিক ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি আধুনিক ধনতন্ত্র বোঝাতে যেয়ে আধুনিক ধনতান্ত্রিক প্রেরণার উপর জোর দেন যা যুক্তিনিষ্ঠ, প্রণালীবদ্ধভাবে মুনাফা সন্ধান করে। এখানে যুক্তিনিষ্ঠতা বলতে বোঝানো হয়েছে এমন একটি মনোভঙ্গী যা কর্মের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ফলাফল পর্যালোচনার পর বিভিন্ন লক্ষ্য এবং পন্থার ভিতর সবচেয়ে কার্যকরী লক্ষ্য ও পন্থা নির্ধারণ করে। আর এই যুক্তিনিষ্ঠতার ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক প্রক্রিয়াকে ভেবার যুক্তিবদ্ধকরণ বলেছেন। পশ্চিমের এই বিশেষ যুক্তিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার ফলে জীবনাচরণে পরিবর্তন আসে। তার ফল হিসাবে সৃষ্টি হয় আধুনিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বা যুক্তিবদ্ধ ধনতন্ত্র।এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুক্তিবদ্ধ আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যা মূলধনের হিসাব পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ভেবারের মতে কালভীনবাদ আধুনিক ইউরোপের সমাজ জীবনে যে চারটি পরিবর্তন সৃষ্টি করে তা ধনতন্ত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রথমত: কালভীনবাদে ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয় এবং মোক্ষলাভ অনিশ্চিত হওয়ায় অনুসারীদের জীবনে অস্তিত্বের কেন্দ্রপট হয়ে দাঁড়াল কঠিন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লৌকিক জগৎ যেখানে ধর্মনিষ্ঠ হবার জন্য প্রয়োজন নিজের পেশায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা।

দ্বিতীয়ত: ঈশ্বরকে জানার বা মোক্ষলাভের কোন অতীন্দ্রিয় পন্থা না থাকায় তাদের জীবন থেকে অপসারিত হল পৃথিবীর অতিলৌকিক তাৎপর্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ।

তৃতীয়ত: কালভীনবাদ উৎসাহিত করলো ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সৃষ্টি করলো গভীর আত্ম-সচেতনতা, ইহলৌকিক অস্তিত্বকে বেঁধে ফেললো নিবিড় নিয়মের ছকে। ব্যক্তির জীবনে এবং সামাজিক জীবনে সবচেয়ে বড় যে শক্তি কাজ করতে থাকলো তা হচ্ছে যুক্তিবদ্ধকরণ।

শেষত: প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের একটি প্রধান অবদান হচ্ছে ধর্মানুসারীদের নিয়ে সর্বজনীন নৈতিক মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি সর্বজনীন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে সর্বজনীন ব্যবসায়িক নীতিমালা গড়ে ওঠায় সাহায্য করা এবং নগরবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সংহতি বৃদ্ধি করা।

যদিও আধুনিক যুক্তিবদ্ধ ধনতন্ত্র বা ধনতন্ত্রের মূল প্রেরণা এসেছিল কালভীনবাদ থেকে, পরবর্তীকালে ধনতন্ত্র তার নিজের শক্তির জোরেই তার ক্রমবর্ধমান বিকাশকে অব্যাহত

রেখেছে। ভেবার শুধু কালভীনবাদের সঙ্গে আধুনিক ধনতন্ত্রের সুদৃঢ় যোগসূত্র দেখাননি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর অন্যান্য ধর্মের প্রভাবও পর্যবেক্ষণ করেছেন।

ভারত ও চীনের মত অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশ সর্বাগ্রে ধর্ম পারলৌকিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করায় তা অর্থনৈতিক বিকাশকে ব্যাহত করে। ফলে ইউরোপের বাইরে অন্য কোথাও ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়নি।

সারাংশ

ধনতন্ত্রের বিকাশে ধর্ম কিভাবে সম্পৃক্ত তা প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্বে তুলে ধরেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল গভীর ধর্মীয় এবং নৈতিক আলোড়নের মধ্য দিয়ে। প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের চারটি শাখার আদর্শ জাতিরূপ হিসাবে কালভীনবাদের নৈতিক বিশ্বাস এবং আচরণ কিভাবে ধনতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করেছিল তা নির্দেশ করেছেন তাঁর এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে।

তিনি কালভীনবাদের পাঁচটি মূল উপাদানকে সনাক্ত করেন ধনতন্ত্রের বিকাশে। সেগুলো হল-

- *ঈশ্বর নিগূঢ়, অজ্ঞেয়*
- *অসীম ক্ষমতাসীন এবং দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বর মানুষের নিয়তি তার জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন।*
- *মোক্ষলাভের পথে কেউ এবং কোন কিছুই মানুষকে সাহায্য করতে পারে না।*
- *ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য এবং*
- *প্রত্যেকেই ঈশ্বরের দয়া অর্জনের আশা করতে পারেন। ফলে তার কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরের মহত্ত্বকে সুপ্রকাশ করার জন্য পরিশ্রম এবং পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব স্থাপনে সাহায্য করা।*

কালভীনবাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ভেবারকে আকর্ষণ করেছিল তা হল- পেশানিষ্ঠতা ও যুক্তিনিষ্ঠতা। কালভীনবাদ আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ জীবনে চারটি পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল। এগুলো হচ্ছে যুক্তিবদ্ধকরণ, লৌকিক তপশ্চর্যা, যাদু ও অতিলৌকিক মোহের অপসারণ এবং নৈতিক মানদন্ডের ভিত্তিতে সর্বজনীন সম্প্রদায় সৃষ্টি। ভেবার শুধু কালভীনবাদের সঙ্গে আধুনিক ধনতন্ত্রের যোগসূত্রই দেখাননি, বরং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর অন্যান্য ধর্মের প্রভাবও পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রোটেষ্ট্যান্টদের মতো ভারতবর্ষ ও চীনে কোন যুক্তিনিষ্ঠতা ও অন্তর্জগৎভিত্তিক নৈতিকতা না থাকায় ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়নি বলেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. ভেবারের ধর্ম বা প্রোটেষ্ট্যান্ট নৈতিকতার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যোগসূত্র সম্পর্কিত তত্ত্ব কোনটি?
   ক. প্রোটেষ্ট্যান্ট নৈতিকতা ও ধনতন্ত্রের প্রেরণা
   খ. ধনতন্ত্রের প্রেরণা ও প্রোটেষ্ট্যান্ট নৈতিকতা
   গ. ধনতন্ত্রের নৈতিকতা ও প্রোটেষ্ট্যান্ট প্রেরণা
   ঘ. কোনটিই নয়

২. ভেবার প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের কয়টি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন?
   ক. ৩টি খ. ৪টি
   গ. ৫টি ঘ. ২টি

৩. কালভীনবাদের যে মূল বৈশিষ্ট্য ভেবারকে আকর্ষিত করেছিল তা কোনটি?
   ক. যুক্তিনিষ্ঠতা খ. যুক্তিবদ্ধকরণ
   গ. পেশানিষ্ঠতা ঘ. উপরের সবগুলো

৪. ভেবারের তত্ত্বের বিতর্কটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিশাল গবেষণা সাহিত্যের ধারা কোনটি?
   ক. জ্ঞানতাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত সমালোচনা
   খ. ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক চর্চা
   গ. বিশ্বের সমকালীন সমাজে ধর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে যোগসূত্রকে সনাক্ত করার চেষ্টা
   ঘ. উপরের সবগুলো

৫. ভেবারের মতে, কালভীনবাদকে কয়টি মূল উপাদানে বিশ্লেষিত করা যায়?
   ক. ২টি খ. ৩টি
   গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৬. যুক্তিনিষ্ঠতার ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক প্রক্রিয়াকে ভেবার কি বলেছেন?
   ক. যুক্তিবদ্ধকরণ খ. যুক্তিবদ্ধকরণ
   গ. যুথবদ্ধকরণ ঘ. যৌক্তিকবদ্ধকরণ

৭. ভেবারের 'প্রোটেষ্ট্যান্ট নৈতিকতা ও ধনতন্ত্রের প্রেরণা' নামে প্রবন্ধ দু'টি প্রকাশিত হয়েছিল?
   ক. ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালে খ. ১৯০২ ও ১৯০৩ সালে
   গ. ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে ঘ. ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কালভীনবাদ আধুনিক ইউরোপের সমাজ জীবনে কি কি পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল ?

২. ভেবার যুক্তিবদ্ধকরণ বলতে কি বুঝিয়েছেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধর্ম ও ধনতন্ত্র সংক্রান্ত ম্যাক্স ভেবারের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন।

২. কালভীনবাদের মূল উপাদানগুলো কি? নিতস্ত উদ্ভবে কালভীনবাদ দ্বারা ইউরোপের সমাজ জীবনে সৃষ্ট পরিবর্তনগুলো উল্লেখ করুন।

আরো পড়ার জন্য নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Anthony Giddens, 1993. *Sociology*, Oxford : Polity Press.

David Jary and Jalia Jary. 19995. *Collins Dictionary of Sociology*, Glasgow : Harper Collins Publishers

Gordon Marshall, 1996. *The Concise Oxford Dictionary of Sociology*, New York : Oxford.

James W. Vander Zanden, 1990. *The Social Experience*, New York : Mac Graw Hill.

Peter Worsley, 1993. *The New Introducing Sociology*, London: Penguin

Richard T. Schaefer, 2000. Sociology : *A Brief Introduction*, Boston : Mc Graw Hill.

S. Aminul Islam et. al., 2000. *Introduction to Behavioural Science*, Dhaka : UPL.

Steve Taylor, 1999. *Sociology, Issues and Debates*, London : Macmillan.

Neil S. Smelser. 1993, *Sociology*, New Delhi : Prentice-Hall.

টম বটোমোর, ১৯৯২, *সমাজবিদ্যা: তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা*, হিমাচল চক্রবর্তী (অনুদিত), কলকাতা: কে পি বাগচী [পুরানো, কিন্তু মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক]।

আামিন ইসলাম, ১৯৯১, *সমাজ, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য*, ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

বদরুল আলম খান, ১৯৯২, *সমাজতত্ত্ব : সংকট ও সম্ভাবনার দেড়শ' বছর*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।